কাফিরদেরকে বর্জন করে
মু'মিনদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের গুরুত্ব

কাফিরদেরকে বর্জন করে, মু,মিনদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের গুরুত্ব

আজকাল মুসলিম সমাজে বন্ধুত্ব স্থাপনের ক্ষেত্রে যে কউকেই তার অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা হয়। সে হতে পারে ক্লাসের সহপাঠী, অফিস সহকর্মী, পাড়ার বা মহল্লার কথা বলতে ভাললাগে এমন যে কেউ, ভ্রমনে কথাবলা থেকে পরিচয় এমন কেউ, মোবাইলে মিস কল থেকে কল, সোসাল মিডিয়া এভাবে বন্ধুত্ব গড়েন আনেকে অনেকের সাথে। আরো বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন জনের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলা হয়, বন্ধুত্ব স্থাপনের বিষয়কে একেবারে হালকাভাবে গ্রহণ করা হয়। বন্ধুত্ব স্থাপনের সঠিক মাপকাঠি এদেরকাছে নেই যাকে যার ভাল লাগে সে তার সাথেই বন্ধুত্ব গড়ে। গভীরভাবে লক্ষ করলে দেখা যায় ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ এর প্রভাব এদের উপর ভাল ভাবেই পরেছে। মহান আল্লহর পক্ষ থেকে নযিলকৃত গ্রন্থ আলকুরআন থেকে এদেরকে অনেক দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে এরা অধিকাংশই জানেনা এ ব্যাপারে ওহীর বিধান কি আর আমল করবে কি করে?

ইসলামে জানার গুরুত্ব অনেক আর ওহী নাযীল এর প্রথম কথাই হচ্ছে ”পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন„ (সূরা আলাক্ব:১)।

আসুন! আপনাকে আমাকে যার কাছে ফিরে যেতে হবে, যিনি আমাদের হিসাবগ্রহন করবেন সেই পরাক্রমশালী আল্লাহ আমাদের আদম সন্তানদের লাইফ স্টাইলে বন্ধুত্বের ব্যাপারে কি বিধান দিয়েছেন তা জেনে নেই.....

➢ কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা নিষেধঃ

আল কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا [٤:١٤٤]

অর্থ: হে মুমিনগণ! তোমরা মু,মিনদেরকে ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করোনা, তোমরা কি আল্লাহকে তোমাদের বিরূদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ দিতে চাও? (আননিসা৪:১৪৪)

এ আয়াতে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে নিষেধ করা হয়েছে, আর যারা ঈমানদার তারা শুধূ ঈমানাদারদের সাথেই বন্ধুত্বই স্থাপন করবে। আর যে ব্যক্তি কোন কাফিরের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে সে আসলে তার নিজের বিরুদ্ধে আল্লহর কাছে প্রমাণ দাড় করিয়ে রেখেছে।

আপনি কি আপনার নিজের ব্যাপারে সতর্ক?

আপনার বন্ধুদের তালিকায় যারা আছে তারা কি সকলে ঈমানদার নাকি বেঈমান ও আছে? যদি কোন বেঈমান সেই তালিকায় থাকে তবে আপনি আপনার নিজের বিরুদ্ধে আল্লহর কাছে প্রমাণ দাড় করিয়ে রেখেছেন। সুতরাং জানার পর এখনই সতর্কতা অবলম্বন করুন।

➢ ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহনকারী ব্যক্তি সেও ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদেরমতই:

আল কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ [٥:٥١]

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহন কর না, তারা পরস্পরের বন্ধু, আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে ,নিশ্চয়ই সে তাদেরই মধ্যে গন্য হবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শ করেন না।(মায়িদাহ৫:৫১)

এ আয়াতে একেবারেই স্পষ্ট যে ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহন করা যাবে না তবে যদি কেউ তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে তবে সে ঐ ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদেরমতই।

আপনি কি আপনার নিজের ব্যাপারে সজাগ আছেন?

আপনার ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টান বন্ধুদেরকে বর্জন করুন। হোক না সে বন্ধু সোসাল মিডিয়ার যে কেউ? এখনই কেটে দিন তার সাথে বন্ধুত্ব।

➢ কাফির, মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনকারী পথভ্রষ্ট:

আল কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ۙ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي ۚ تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ [٦٠:١]

অর্থ: হে মু,মিনগণ! আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরুপে গ্রহণ করো না; তোমরা কি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করছো, অথচ তারা তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে, তারা তার সাথে কুফরী করেছে, রাসূল (সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- কে এবং তোমাদেরকে বহিস্কৃত করেছে এ কারণে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে বিশ্বাস কর। যদি তোমরা আমার সন্তষ্টি লাভের জন্যে আমার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে থাকো, তবে তোমরা তাদের সাধে গোপনে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা করোনা, যেহেতু তোমরা যা গোপন কর এবং তোমরা যা প্রকাশ কর তা আমি সম্যক অবগত তোমাদের যে এটা করে সে তো পথভ্রষ্ট হয় সরল পথ হতে।(মুমতাহিনাহ৬০:১)

- **কাফির, মুশরিকরা চায় যে কুফরী করে, আপনিও তাদের মত হয়ে যান।**

আল কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ [٦٠:٢]

অর্থ: যদি তারা তোমাদেরকে পেয়ে যায় তারা হবে তোমাদের শত্রু এবং তারা স্বীয় হাত ও মুখ দ্বারা তোমাদের অনিষ্ট সাধন করবে এবং চাইবে যে, তোমরা কুফরী কর।(মুমতাহিনাহ৬০:২)

কাফির, মুশরিকদের প্রতি সুধারণা পর্যন্ত রাখা যাবে না। এ আয়াত পরার সাথে সাথে আপনার অন্তর থেকে কাফির, মুশরিকদের জন্যে সুধারণা পর্যন্ত মুছে ফেলুন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ভিতর, বাহির, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত, উপযুক্তক্ষেত্রে কার থেকে কি প্রকাশ পাবে এ খবর সবচেয়ে ভাল জানেন সুতরাং এরা সুযোগ পেলে আপনার ক্ষতি করতে কম করবে না। সবচেয়ে বড় ক্ষতি হল ঈমান হারানোর ক্ষতি এরা সেটাই চাইবে যে আপনি ঈমান হারিয়ে তাদের মত কাফির হয়ে যান। আর ঈমান হরালে পরিনামে আপনাকে সারা জীবন জাহান্নামে থাকতে হবে। সুতরাং এসব কাফিরদেরকে নিরীহ মনে করার কিছু নেই।

➢ কে দ্বীনী ভাইঃ

আল কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۗ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [٩:١١]

অর্থ: অতএব যদি তারা তাওবা করে নেয় এবং নামায পরতে থাকে ও যাকাত দিতে থাকে, তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই হয়ে যাবে; আর আমি জ্ঞানী লোকদের জন্যে আয়াতসমূহ বিস্তারিত-ভাবে বর্ণনা করে থাকি।(সূরা তাওবা৯:১১)

সুতরাং তাওবাহ করে ঈমান আনয়নকারী, নামাজ প্রতিষ্ঠাকারী যাকাত দাতা ব্যক্তিই আপনার দ্বীনী ভাই।

আপনি কাফির মুশরিকদেরকে ঈমানের দিকে আহবান করবেন বটে তবে ঈমান না আনা পর্যন্ত বন্ধুত্ব নয়।

➢ আল্লাহর বাছাইয়ে যারা উত্তীর্ণ হবেনঃ

আল কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ [٩:١٦]

অর্থ: তোমরা কি ধারণা করেছো যে, তোমাদেরকে এভাবেই ছেড়ে দেয়া হবে? অথচ আল্লাহ প্রকাশ করবেননা তোমাদের মধ্যথেকে কারা জিহাদকারী এবং তোমাদের মধ্যথেকে কারা আল্লাহ, আল্লাহর রসূল(সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও ঈমানদারদেকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে, আর আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কর্মের পূর্ণ খবর রাখেন।(সূরা তাওবা৯:১৬)

এ আয়াত থেকে এটা স্পষ্ট যে, ঐ ব্যক্তি যে জিহাদকারী এবং যার বন্ধুত্ব আল্লাহ, আল্লাহর রসূল(সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও ঈমানদারদের মধ্যে সীমাবদ্ধ এর বাইরে অন্য কাউকে(কাফির, মুশরিক, বেঈমানকে) অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেনা সে ব্যক্তি আল্লাহর বাছাইয়ে উত্তীর্ণ হবেন।

- **কফিরদের সাথে সর্ম্পক ছিন্নতার ঘোষণা নবী ও তার সাথীগণের আদর্শ:**

আল কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۖ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ [٦٠:٤]

অর্থ: তোমাদের জন্যে ইবরাহীম (আঃ) ও তার অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ; তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলেনঃ তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত কর তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই; আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করি। তোমাদের ও আমাদের মাঝে সৃষ্টি হলো শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্যে, যতক্ষন পর্যন্ত তোমরা এক আল্লাহয় ঈমান না আন। তবে ব্যতিক্রম তার পিতার প্রতি ইবরাহীম (আঃ) উক্তি- `আমি নিশ্চয়ই তোমার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবো এবং তোমার ব্যাপারে আমি আল্লাহর নিকট কোন অধিকার রাখি না।` (ইবরাহীম(আঃ) ও তার অনুসারীগণ বলেছিলেন-) হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তো আপনারই উপর নির্ভর করেছি, আপনারই অভিমুখী হয়েছি এবং প্রত্যাবর্তন তো আপনরই নিকট। (মুমতাহিনাহ৬০:৪)

এখানে ইবরাহীম (আঃ) ও তার অনুসারীরা তাদের নিজ গোত্রের লোকদেরকে যা বলেছিলেন **আল্লাহ তায়ালা তা পছন্দ করেছেন** এবং এই উম্মতের জন্য ওটাকেই আদর্শ বলে ঘোষণা দিলেন। *ইবরাহীম (আঃ) ও তার অনুসারীরা তাদের নিজ গোত্রের***(রক্ত সম্পর্কের)** *লোকদেরকে বলেছিলেন "তোমদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই* (সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা)। *তোমাদের সাথে আমাদের শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্যে,,।* আর তার গোত্রের লোকদের **অপরাধ** ছিল তারা `*এক আল্লাহয় বিশ্বাস করত না,।*

এখানে লক্ষণীয় বিষয় যে,

সম্পর্ক ছিন্ন হবে ঈমান না থাকার কারণে,

ঈমান নেই সম্পর্ক ও নেই।

বরং থাকবে শত্রুতা।

এ হচ্ছে নবী ও তা সাথীগণের থেকে এ উম্মতের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পক্ষ থেকে নির্ধারিত আদর্শ।

আল কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ ۚ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [٦٠:٣]

অর্থ: তোমাদের আত্মীয়- স্বজন ও সন্তান-সন্ততি কিয়ামতের দিন কোন কাজে আসবে না। আল্লাহ তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করে দিবেন; তোমরা যা কর তিনি সে সর্ম্পকে মহাদ্রষ্টা।(মুমতাহিনাহ৬০:৩)

আপনাকে আমাকে সকলকে ফিরে যেতে হবে মহা বিচারক আল্লাহর কাছে, আর সে দিন আপনার আত্মীয়- স্বজন ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না। সুতরাং সেই মহাবিচারকের দেয়া পথ নির্দেশিকা(ওহীর বিধান) অনুসরণ করে চলুন।

- **যারা কাফির ও মুশরিকদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয় আল্লাহ তাদের জন্য তার দয়া বিস্তার করেনঃ**

আল কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا [١٨:١٦]

অর্থ: তোমরা যখন বিচ্ছিন্ন হলে তাদের হতে ও তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করে তাদের হতে, তখন তোমরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর; তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্যে তার দয়া বিস্তার করবেন এবং তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের কাজকর্মকে ফলপ্রসূ করার ব্যবস্থা করবেন। সূরা কাহফ(১৮:১৬)

সূরা কাহফে আল্লাহ তায়ালা ঐ যুবকদের ব্যপারে একথা বলেছেন, যারা তাদের মুশরিক রক্ত সম্পর্কের লোকদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। মুশরিকদের থেকে যারা বিচ্ছিন্ন হয় আল্লাহ তাদের জন্য তার দয়া বিস্তার করবেন আর আল্লাহর রীতির কোন পরিবর্তন নেই। আরো বিস্তারিত ভাবে জানতে সূরা কাহফ এর তাফসীর পড়ে নিন।

- **যে আল্লাহকে বন্ধু হিসেবে পাবেঃ**

আল কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ [٤٥:١٨]

إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۖ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ [٤٥:١٩]

অর্থ:অতঃপর আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি দ্বীনের বিশেষ শরীয়তের উপর; সুতরাং তুমি তার অনুসরণ করো, মুর্খদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আল্লাহর (আযাব) হতে, তারা তোমাদের কোন উপকার করতে পারবে না; আর নিশ্চিত জালিমরা একে অপরের বন্ধু। আর আল্লাহ তো মুত্তাকিদের বন্ধু। সূরা জাসিয়া(৪৫:১৮,১৯)

যারা জানেনা তাদের অনুসরণ বর্জন করে আ্ল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া শরীয়তের অনুসরণ করুন। দুনিয়ার কাফির মুশরিকরা একটা আর একটার বন্ধু। **যে ব্যক্তি আল্লাকে ভয় করে তার নিষিদ্ধ বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকে আল্লাহ্ তার বন্ধু।**

➢ আল্লাহ যার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন অথবা কে আল্লাহর নিকট সম্পর্কহীনঃ

আল কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ [٣:٢٨]

অর্থ: মু,মিনগন যেন মু,মিনদেরকে ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে; এবং তাদের আশঙ্কা হতে আত্মরক্ষা ব্যতীত যে এরূপ করে(মু,মিনদেরকে ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে) আল্লাহর সাথে তার কোন সম্পর্ক নাই; আর আল্লাহ তোমাদেরকে তার নিজের ব্যাপারে সতর্ক করছেন। আল্লাহরই দিকেই তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। সূরা আলে-ইমরান(৩:২৮)

এ আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যে বিধান দিয়েছেন তা হচ্ছে, ঈমানদাররা শুধুমাত্র ঈমাদরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে কাফির বা মুশরিকদেরকে নয়। তবে তাদের থেকে যদি ক্ষতির আশঙ্কা থাকে সে ক্ষেত্রে ছাড় আছে। তবে তা হবে মৌখিক অন্তরঙ্গ বন্ধু বানানো যাবে না। আর অন্তরের খবর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ভাল ভাবেই জানেন।

ক্ষতির আশঙ্কা নেই বা যতটুকু আছে আপনি তা প্রতিহত করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ, সে ক্ষেত্রে কোন ভাবেই কাফির বা মুশরিকদেরকে বন্ধু বানানো যাবে না। বরং এমন অবস্থায় মু,মিনদেরকে ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে আল্লাহর সাথে ঐ ব্যক্তির কোন সম্পর্ক নাই। আর আল্লাহ যার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন তার মুক্তির কোন পথ নেই।

যারা ক্ষতির আশঙ্কা ছাড়াই ইচ্ছাকৃতভাবে কাফির বা মুশরিকদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে তাদের সাথে আল্লাহর কোন সম্পর্ক নেই।

আপনি কি বুঝতে পারছেন এটা কত বড় পাপ? আল্লাহ যাকে বলবেন তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তার অবস্থাটা কি দাড়াবে। সুতরাং এটা অনেক বড় পাপ, ভয়ংকর পাপ এই পাপে কেউ জড়িয়ে পড়লে তার নামাজ, সিয়াম, যাকাত, হজ্জ কোন আমলে স্বলেহ তার কোন কাজে আসবে না। আজকে মুসলিম সমাজে অনেক পাচঁ ওয়াক্ত নামাজ আদায়কারী ব্যক্তির মাঝে এ অপরাধ খুজে পাওয়া যাবে। মুসলিমরা আজকে অমুসলিমদের সাথে মিশে একাকার হয়ে গেছে, অমুসলিমদের শেখানো বুলি ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ শুনে-শিখে মুসলিমরা আজ অমুসলিমদের সাথে মিলেমিশে বসবাস করতে চায়। কত নিকৃষ্ট সিদ্ধান্ত এদের।

বাঁচতে চাইলে আপনি নিজে সতর্কতা অবলম্বন করুন। এখনি অমুসলিম বন্ধুদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করুন। অন্যকে সতর্ক করার জন্য আল্লাহর নির্দেশগুলো পৌছিয়ে দিন।

সংকলক

হুজাইফা

https://aljamaah1.wordpress.com